Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 387 – 395
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

নাট্যকলার চর্চায় বৈদিক সাহিত্য

অভিজিৎ মণ্ডল
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
পাঁচথুপী হরিপদ গৌরিবালা কলেজ
Email ID : avijit9647078535@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Theatre, Veda, Song, Dramaturgy, Sanskrit Dictionary, Music, Dancing, Rhythm.

Abstract
থিয়েটার শব্দটি আমরা যখন শুনি তখন এক ধরনের মঞ্চের কথা আমাদের মনে আসে। তবে কী এই থিয়েটার? গ্রিক 'Theatron' থেকে ইংরেজি ভাষায় 'Theatre' শব্দটি এসেছে। অনেকের মতে 'Theatre' -এর উৎপত্তি ফরাসী ভাষা থেকে। গ্রীক 'Theatron'-এর আভিধানিক অর্থ দৃশ্যস্থল বা দেখবার জায়গা। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে নাট্যকলা বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিল তা স্পষ্টতই বলা যায়। মঞ্চের উল্লেখ না থাকলেও বৈদিকযুগে যে নাট্যচর্চা হত তা জানা যায়। সংলাপ–ঋগ্বেদে, গান—সামবেদে, অভিনয়–যজুর্বেদে রস অর্থাৎ অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত মানসিক অবস্থা অথর্ববেদে ছিল।নাট্যকলা সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ও বেশভূষার সংমিশ্রণে রচিত হয়। বলাবাহুল্য সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এই সমস্ত উপাদান যথেষ্টই পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক উপাদানে রচিত বলে নাট্যবেদেরও বেদত্ব সিদ্ধ হয়। গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যের এটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আবার কর্মফলের বর্ণনা প্রসঙ্গে নৃত্য ও গীতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে– "অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতন্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সংপন্নো মহীয়তে" —অর্থাৎ সাধক যদি গীত ও বাদ্যরূপ লোক (world) কামনা করেন তবে তাঁর সংকল্পমাত্রেই গীত ও বাদ্য নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি সেই গীত ও বাদ্য উপভোগ করে সমৃদ্ধ ও জগতে পূজিত হন এবং নিজেরও মাহাত্ম্য অনুভব করেন। সংস্কৃত-অভিধানে 'সংগীত' শব্দটির দ্বারা 'গীত-বাদ্য-নৃত্য' এই তিন কলাকেই বুঝিয়ে থাকে। বলা হয়েছে— "গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়: সঙ্গীতমুচ্যতে।" পণ্ডিতগণের মতে সামবেদই সর্বপ্রকার সঙ্গীতের উৎস। আমরা জানি। ঋক্ মন্ত্র সুরে লীলায়িত করে গান করা হত এবং তাতেই দ্যোতিত হল সামবেদের সার্বিক সার্থকতা। সামবেদকে শিক্ষা এবং প্রাতিশাখ্যে বাক্ ও প্রাণের সমন্বিতমূর্তি বলা হয়েছে। সায়ণাচার্য বলেছেন- "তথা প্রাণনিবর্ত্য স্বরাদিসমুদায়মাত্রং গীতিঃ সামশব্দেনাভিধীয়তে।"

বস্তুতঃ বিশ্বসঙ্গীতের বীজ নিহিত আছে সামবেদে। বৈদিক ঐতিহ্যে ঋগ্বেদীয় সুসম্বদ্ধ ছন্দগুলিতে সুর সংযোগের দ্বারা গান করা হত দেবগণের উদ্দেশ্যে। সামবেদভাষ্য ভূমিকায় সায়ণাচার্য ঋক্‌কে সামগানের কারণ এবং আশ্রয়রূপে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচ: সামবেদে সমাম্নায়ন্তে।

...গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি।" বৈদিক সপ্তস্বরকে ঋকমন্ত্রাদিতে সংবদ্ধ করে নানাবিধ ছন্দে-বাদ্য সহযোগে সামগানরূপে গীত হত। সামবেদকে ঋগ্বেদ থেকে চয়ন করা হলেও চিত্তাকর্ষক তাল-লয় যোগে গীত হওয়ার কারণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সামবেদের কীর্তন করা হয়েছে-"বেদানাং সামবেদোঽস্মি"। ব্রাহ্মণ, পুরাণ, উপনিষদ্ এবং সংগীতশাস্ত্রে সামবেদের প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে।

Discussion

থিয়েটার একটি ইংরেজী শব্দ। শব্দটি ফরাসী ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষায় এসেছে। ক্লাজ 'rey - ah - tRuh' শব্দটি ইংরেজীর 'Theatre' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম এই থিয়েটারের সংজ্ঞায় বলা হয়,

> 'Theatre is a builidng, part of a building, or outdoor area for housing dramatic per formances or stage enterainments, or for showing movies, the audience at a theatrical performance or movie'.

কোন স্থাপত্য, স্থাপত্যের অংশ বিশেষ কিংবা কোন অট্টালিকা বেষ্টিত প্রাঙ্গন, যেখানে দর্শকদের সামাজিক বিনোদনের জন্য নৃত্য, সঙ্গীত বা অভিনয় প্রদর্শিত হয়, তাই থিয়েটার। ভারতীয় অভিধায় থিয়েটার অর্থে প্রেক্ষাগৃহ বা রক্ষামঞ্চ।

থিয়েটার শব্দটি আমরা যখন শুনি তখন এক ধরনের মঞ্চের কথা আমাদের মনে আসে। তবে কী এই থিয়েটার? গ্রিক 'Theatron' থেকে ইংরেজি ভাষায় 'Theatre' শব্দটি এসেছে। অনেকের মতে 'Theatre' -এর উৎপত্তি ফরাসী ভাষা থেকে। গ্রীক 'Theatron' -এর আভিধানিক অর্থ দৃশ্যস্থল বা দেখবার জায়গা। আর ইংরেজি 'Theatre' এর অর্থ- 'Presentation and performance of plays considered as an art form or a form of entertainment'. হাতে পাওয়া নাটকটিকে যখন মঞ্চে বা অন্যত্র অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চসজ্জা, আলো, সঙ্গীত ইত্যাদির সহযোগে অভিনয় করা হয়, তখন সেটি হয়ে ওঠে থিয়েটার।

> "Theatre is a branch of the performing arts. While any performance may be considered theatre, as a performing art, it focuses almost exclusively on live performers creating a self-contained drama. A Performance Qualities as dramatic by creating a representational illusion. By this broad definition, theatre has existed since the dawn of man, as a result of the human tendency for storytelling. Since its inception, theatre has come to take of many forms, a utilizing speech, gesture, music, dance and spectacle, combining the other performing arts, often as well as the visual arts, into a single artistic form."[i]

এক কথায় যেখানে দর্শকদের সামাজিক বিনোদনের জন্য নৃত্য, গীত বা অভিনয় প্রদর্শিত হয় তাই থিয়েটার। ভারতীয় সংজ্ঞায় থিয়েটারের অর্থ প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গমঞ্চ যা লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম।

বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্-বিশ্বসভ্যতার উৎস বেদ। সনাতন ভারতীয় দৃষ্টিতে 'ধর্ম' কথার অর্থ শুধুমাত্র পূজা-উপাসনা নয়। ভারতবর্ষে পরিপূর্ণ জীবনবোধই 'ধর্ম' অর্থে গৃহীত।দৈনন্দিন জীবনচর্যা ধর্মেরই অঙ্গীভূত। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাময় জীবন থেকে আনন্দ আহরণ করে জীবনের সার্থকতা প্রতিপাদন করাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। নাট্যকলার চর্চা সুস্থভাবে বেঁচে থাকার রসদ যোগায়-

> "দুঃখানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।[ii]
> বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেত ভবিষ্যতি"।।

ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তগুলি নাটকের মূল উৎস বলে গবেষকগণ মনে করেন। এই সূক্তগুলির সংলাপ থেকে জানা যায় যে কথোপকথনের প্রক্রিয়া যে কালে চলন্ত তা অভিনয়কেন্দ্রিক, ভগবান ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে বাণী, সামবেদ থেকে সঙ্গীত,যজুর্বেদ থেকে অভিনয় ও অথর্ববেদ থেকে রস সংগ্রহ করে 'নাট্যবেদ' রচনা করেছিলেন।

> "জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেবচ।[iii]
> যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানথর্বনাদপি"।।

নাট্যকলা সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ও বেশভূষার সংমিশ্রণে রচিত হয়। এই নাট্যকলার বীজ বেদগুলির মধ্যেই সুপ্ত ছিল। সমগ্রবৈদিক সাহিত্যে এই সমস্ত উপাদান পরিলক্ষিত হয়। সামবেদের লক্ষণে বলা হয়েছে— 'গীতিষু সামাখ্যা' অর্থাৎ গানযোগ্য মন্ত্রই হল 'সাম'। সামবেদের মন্ত্র গান করে পাঠ করা হত। উদগাতা নামক সামবেদীয় মূল পুরোহিত সাম মন্ত্র গান করতেন। সামবেদেই সঙ্গীতের মূল বিজ্ঞান রয়েছে। বৈদিক মহাব্রত অনুষ্ঠান নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের প্রকাশ হত। সুবেশা রমণীগণ যজ্ঞকুন্ডের চারপাশে নৃত্য করতেন, এই অনুষ্ঠানে কৌতুকচ্ছলে কলহের ভাগ করে বিভিন্ন পালার অভিনয় হত। শুধু ও আর্যের যুদ্ধকরণের অভিনয় মহাব্রতানুষ্ঠানের বিশেষ জনপ্রিয় অভিনয় ছিল। ঋগ্বেদে মন্দিরা বাজিয়ে নৃত্যানুষ্ঠানের কথা জানা যায়। মন্দিরাকে 'আঘাটি' নামে অভিহিত করা হত ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে বহু ধরণের বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়—বীণা (ককরী), কান্তবীণা, আঘাটি, ঢাক, শততত্ত্ব বীণা প্রমুখ। ৪টি বেদের প্রত্যেকটিরই উপবেদ আছে। সামবেদের উপবেদ বলা হয় 'গন্ধর্ববেদ'কে। বিশেষতঃ সঙ্গীতই গন্ধর্ববেদের বিষয় -

> "Gandharvaveda is the science of music."[iv]

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে নাট্যকলা বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিল তা স্পষ্টতই বলা যায়। মঞ্চের উল্লেখ না থাকলেও বৈদিকযুগে যে নাট্যচর্চা হত তা জানা যায়। সংলাপ–ঋগ্বেদে, গান—সামবেদে, অভিনয়–যজুর্বেদে রস অর্থাৎ অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত মানসিক অবস্থা অথর্ববেদে ছিল।

নাট্যকলা সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ও বেশভূষার সংমিশ্রণে রচিত হয়। বলাবাহুল্য সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এই সমস্ত উপাদান যথেষ্টই পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক উপাদানে রচিত বলে নাট্যবেদেরও বেদত্ব সিদ্ধ হয়। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকায় আচার্য কল্লিনাথ সে কথাই বলেছেন—

> "ঋগাদিমুখ্যবেদমূলত্বেন চ চতুর্মুখেন দত্তস্য বেদত্বে সিদ্ধেতদর্থভূত নাট্যপ্রতিপাদক ভরতমুনিপ্রদত্তস্য চতুর্বিধপুরুষার্থফলস্য শাস্ত্রস্য বেদমূলত্বেন বৈদিকত্বং বেদিতব্যম্"।[v]

এ কথা সত্য যে, বেদে তথাকথিত প্রতিস্থাপিত কোন রক্ষামঞ্জের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু কথা শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, বেণুবাদক, ঢাকবাদক প্রমুখ শিল্পীগণ বারংবার উল্লিখিত হয়েছেন। এই শিল্পীদের মধ্যে যেমন পুরুষ, তেমনি নারীগণও থাকতেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে উল্লিখিত আছে—

> "সোম প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।[vi]
> তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ"।।

সোম কন্যাকে প্রথমে বিবাহ করেন, তারপর গন্ধর্ব। তৃতীয়ে অগ্নি বিবাহ করেন এবং শেষে তিনি মনুষ্যপত্নী হন।ঋগ্বেদের এই উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীগণ যেমন সোমরস তৈরী করতেন, তেমনি নৃত্যও শিখতেন। নারীগণ সোমরস প্রস্তুত করার সময় গানও করতেন। ঋগ্বেদীয় সমাজে অন্য নারীদের মতো দাসী কন্যারাও নৃত্য শিক্ষা করতেন এবং উৎসবাদিতে নৃত্য পরিবেশনও করতেন। কৃষ্ণযজুর্বেদের মন্ত্রে দেখা যায় দাসীকন্যাগণ মস্তকে জলকুম্ভ নিয়ে মার্জালীয় অগ্নির চতুষ্পার্শ্বে মণ্ডলাকারে নৃত্য পরিবেশন করতেন, সাথে সাথে সঙ্গীত পরিবেশনও করছেন। নারীগণ, যাঁরা সঙ্গীত জানতেন, তাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ পতি প্রার্থনা করতেন। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃই বলা হয়েছে কতকগুলি বৈদিক সূক্তের প্রধান অঙ্গ ছিল নৃত্য, গীত ও বাদ্য। প্রায় সমস্ত বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ায় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। সামবেদ তো মূলত সঙ্গীতময় 'গীতিষু সামাখ্যা'। বলা হয় বৈদিক ঋষিদের-উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় সমীরিত সাম ঝঙ্কারে দেবী সরস্বতী নৃত্য করতেন।প্রজাপতি ব্রহ্মা তা থেকেই ছন্দোমঞ্জরী রচনা করেন— 'সামবেদাদিং গীতং সঞ্জগ্রাহ পিতামহঃ'।[vii]

সামবেদেই সঙ্গীতের আদি বিজ্ঞান ও কলা বিধৃত রয়েছে। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সার্থক ভাবেই মূল্যায়ণ করে বলেছেন যে, "এ সময় যজ্ঞকার্যে যাঁহারা অধ্যক্ষতা করিতেন আর যাহারা যজ্ঞ দর্শন করিতেন, তাহারা হোতাদিগের নীরব মন্ত্র, অর্ষদের সমস্বর বিশিষ্ট আবৃত্তি শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। জনমণ্ডলীকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তির উত্তেজনার কিছু কিছু দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের এই অভাব মোচন

করিবার জন্য উদ্‌গাতা নামে একশ্রেণীর পুরোহিত- সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। ইহাদের কাজ হইল মঝে সামগান করা। এই সাম ঋগ্বেদ হইতে লইয়া সঙ্গীতের সূত্রে বাঁধা হইত। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে— সামবেদেই সঙ্গীতের আদিবিজ্ঞান ও ও কলার অস্তিত্ব ছিল। ভারতের নৃত্যকলায় গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার নিবিড় সম্পর্ক। সংস্কৃতির বিকাশ ও ক্রমোন্নতির অভিযাত্রায় বৈদিক যুগকে শিল্প, সৌন্দর্য ও দর্শনের সুমহান যুগ বলা যায়। ভারতীয় শিল্প ও ললিতকলার সমৃদ্ধিতে সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ সাহিত্যের অবদান অসামান্য। ইহলোকের জনো সংস্কৃতি সাধনা ও অনন্তলোকের জন্যে ধর্মসাধনা— এই উভয় সাধনার সমন্বয়ে মহাতপস্যার কাল বৈদিক যুগ। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছে, "শিল্প সম্বন্ধেও ঐতরেত্ত্বের বাণীগুলি অপূর্ব। ঐতরের বলেন, শিল্পীরা তাদের শিল্পসৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করেছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এই ভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন"। শিল্প সম্পর্কে সে যুগের চিন্তা কত মহৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ থেকে জানতে পারা যায়। জীবনদর্শন সম্পর্কে সুস্থ, স্বাভাবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই বৈদিক যুগে শিল্পের পরমতত্ত্ব সংস্কৃতিলোককে আলোকিত করেছে।

ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন,

> "মহর্ষি ঐতরেয় ছিলেন আব ও অনার্য সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও মহনীয় সমন্বয়। ঐতরেয় বলেন, অনার্যেরা পৃথিবীর সন্তান। ইতরা তাই মাতা পৃথিবীকে স্মরণ করেছিলেন। আর্য-অনার্য মিলনে তাই যেসব বিদায় সম্ভাবনা হল, তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ যে যোগ আছে, তা এই চৌষট্টি কলার তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।"[viii]

চৌষট্টি কলার তালিকা : ১. নৃত্য, ২. গীত, ৩. বাদা, ৪. উদক বাদ্য, ৫. নাটা, ৬. সাজসজ্জা ও কুরূপকে সুরূপ করার বিদ্যা বা কৌচুমারযোগ, ৭. নেপথ্য বা বেশরচনা, ৮. বিশেষক ছেদা বা তিলকাদি রচনা, ৯. দশন বসন-রঞ্জন, ১০. কেশে পুষ্পবিন্যাস, ১১. কেশবিন্যাস, ১২. পুষ্পাস্তরণ, ১৩. মালা রচনার বিদ্যা, ১৪. গন্ধযুক্তি, সুগন্ধ প্রস্তুত বিদ্যা, ১৫. আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, ১৬. প্রতিকৃতি নির্মাণ, ১৭. যুদ্ধ-বিজয় বিদ্যা, ১৮. বৃক্ষায়ুর্বেদ, ১৯. নানাবিধ পাকবিদ্যা, ২০. পানীয় রচনা, ২১. তক্ষণ বা ছুতোরের বিদ্যা, ২২. চরকা কাটা, ২৩. বেত ও তৃণাদির দ্বারা ডালা কুলো প্রভৃতি রচনা, ২৪. শয্যা রচনা, ২৫. সূচীকর্ম, ২৬. খেলনা রচনা, ২৭. ভূষণ অর্থাৎ অলঙ্কার রচনা, ২৮. কর্ণপত্র, কর্ণালঙ্কার প্রস্তুতবিধি, ২৯. তভুল কুসুমাদি দ্বারা নৈবেদ্য রচনা, ৩০. সম্পাট্য অর্থাৎ হীরা-মণি-রত্নাদি কাটা, ৩১. মণিরত্ন বসানো, ৩২. বাস্তুবিদ্যা, ৩৩. মণিরত্নজ্ঞান, ৩৪. ধাতুরত্নাদি বিচার, ৩৫. খনিবিদ্যা, ৩৬. ধাতুবিদ্যা, ৩৭. ইন্দ্রজাল, ৩৮. বস্ত্রগোপন, ৩৯. হস্তলাঘব, ৪০. চিত্রযোগ, ৪১. সূত্রক্রিয়া, পুতুলনাচ, ৪২. পশুপক্ষী লড়ানো, ৪৩. পাখী পড়ানো, ৪৪. দ্যূতবিদ্যা, ৪৫. আকর্ষণ ক্রীড়া, ৪৬. অভিধান বিদ্যা, ৪৭. বৈনায়িকী বিদ্যা, ৪৮. দেশ ভাষাজ্ঞান, ৪৯. কাব্যসমস্যাপূরণ, ৫০. ম্লেচ্ছিতক বিকল্প, ম্লেচ্ছ ভাষাজ্ঞান, ৫১. অক্ষর মুষ্টিকা, অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর রচনা, ৫২. উত্তমরূপে পড়িবার বিদ্যা, ৫৩. নাটকাখ্যানাদি দর্শন, ৫৪. মানসী কাব্য-ক্রিয়া, ৫৫. প্রহেলিকা, ৫৬. যন্ত্রমাত্রিকা, ৫৭. উদকাঘাত, ৫৮. উৎসাদন, ৫৯. দুর্বাচক যোগ, ৬০. পুষ্পশকটিকা, নিমিত্ত জ্ঞান, ৬১. ধারা মাত্রিকা, ৬২. ক্রিয়াবিকল্প, ৬৩. ছলিতকযোগ, ৬৪. বৈতালিকী বিদ্যা।

উপরিউক্ত তালিকা থেকে শিল্পকলা সম্পর্কে বৈদিক যুগে বাস্তববোধ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল বলেই পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কয়েক শত ও সহস্র বৎসরের সাধনা ও অনুশীলনে গড়ে উঠেছে। নৃত্য, গীত, সাহিত্য, শিল্পকলা ও দর্শনের চরম উৎকর্ষের লক্ষণ এই যুগেই স্পষ্ট হয়েছে। হ্যাভেল বলেছেন,

> "The Vedic period is all important for the historian, because, except for a very brief period of its history, the Vedic impulse is behind all Indian art."[ix]

বৈদিক যজ্ঞকুণ্ডগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতের সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ললিতকলা, কাব্য-সোন্দর্য অযুতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এই যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে নৃত্যগীতেরও ভূমিকা ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,

"তে হ যথৈবেদং বহিস্পবমানেন স্তোষ্যমানাঃ সংরক্ষাঃ সর্পন্তি, ইত্যেবমাসসৃপুঃ তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ।"[x]

অর্থাৎ আরব্ধ যন্ত্রকর্মে বহিস্পবমান স্তবের দ্বারা স্তুতি করতে উদ্যত উদ্‌গাত্রীরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে মণ্ডলাকারে যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণ করতেন। গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যের এটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন. "আবার কর্মফলের বর্ণনা প্রসঙ্গে নৃত্য ও গীতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে : 'অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সংপন্নো মহীয়তে' —অর্থাৎ সাধক যদি গীত ও বাদ্যরূপ লোক (world) কামনা করেন তবে তাঁর সংকল্পমাত্রেই গীত ও বাদ্য নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি সেই গীত ও বাদ্য উপভোগ করে সমৃদ্ধ ও জগতে পূজিত হন এবং নিজেরও মাহাত্ম্য অনুভব করেন। এখানে গন্ধর্বলোকেরও কল্পনা করা হয়েছে। পুরাণে এ ধারণা আরও প্রবল, কিন্তু ছান্দোগ্যর মতো প্রাচীন উপনিষদে লোকের কল্পনা স্থান পেয়েছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি লোকের মতো, উপনিষদে গন্ধর্বলোকের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং মানুষ গীতবাদ্যের অনুরাগী হলে মৃত্যুর পর গীতবাদিত্রলোকে অর্থাৎ গন্ধর্বলোকে গমন করে। কঠ উপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদে নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে।

"শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎসর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।[xi]
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।।"

এই রূপ অসংখ্য উদাহরণ উপনিষদের যুগে নৃত্যগীতের প্রসার ও অনুশীলনের কথা প্রমাণ করে। বাদ্যের সঙ্গে তাল রেখে যে সামগেরা গান করতেন এবং পুরনারীরা করতালি দিয়ে যজ্ঞবেদী পরিক্রমণ করে নৃত্য করতেন তার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে 'অধি পেশাংসি বলতে নৃতুরি বা' – অর্থাৎ ঊষা নর্তকীর মতো রূপ প্রকাশ করছে, এই নর্তকী শব্দ থেকে নৃত্যকলার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক সিলভা লেভি এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "Moreover the Regveda (1.92.4.) already knows maidens who decked in splendid raiment, dance and attract lovers and the Atharvaveda (XII. 1. 41) tells how men dance and sing to music.''[xii]

'Indian Antiquary' গ্রন্থে অধ্যাপক দেবদত্ত ভান্ডারকর ঋগবেদের 'সমাজ' শব্দটি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্য হতে দৃষ্টান্ত ও উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সামাজিক মনুষ্যবর্গের আমোদ-প্রমোদ ও নানাবিধ চিত্তবিনোদনের স্থল ছিল 'সমাজ'। সম্রাট অশোক ও এই 'সমাজ' কে সাধুসম্মত বলে মনে করতেন।

ঋগ্বেদের কোন কোন মণ্ডলে, বিশেষতঃ দশম মণ্ডলে 'সংবাদসূক্ত' নামে প্রায় কুড়িটি সূক্ত পাওয়া যায়। পারস্পরিক কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত এই শ্রেণীর সুত্তগুলি বৈদিক যজ্ঞকর্মের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে অন্বিত নয়। এই সংবাদসূক্তগুলির অন্যতম হল— পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ (১০/৯৫), বরুণ ও ইন্দ্রের কথোপকথন (৪/৪২), যম ও যমীর বাক্য বিনিময় (১০/১০), অগস্ত্য – লোপামুদ্রা সংবাদ (১/১৭৯), পণি-সরমা সংবাদসূক্ত ১০।১০৮), অগ্নিও দেবতাদের কথোপকথন (১০/৫১,৫২), ইন্দ্র-বৃষাকপি সংবাদ (১০/৮৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার ও ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির মতে ঋগ্বেদের এই সংবাদসূক্তগুলি নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। অধ্যাপক ভিন্টারনিৎস এর মতে সংবাদসূক্তগুলি পরবর্তী মহাকাব্য ও নাটকের উৎস,

> "This ancient ballad poetry. is the source both of the epic and drama, for these ballads consist of a narrative and of a Dramatic elements."[xiii]

অধ্যাপক ননীগোপাল মজুমদার বাৎস্যায়নের কামসূত্রের উদ্ধৃতি অবলম্বনে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, নাট্যাভিনয় অর্থেই বেদে 'সমাজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

বাৎস্যায়ণ অভিনয়কে 'ইহকাল ধর্মানুষ্ঠান' বলে উল্লেখ করেছেন। কামসুত্রে বলা হয়েছে পক্ষান্তে বা মাসান্তে, তখনকার প্রথানুযায়ী সরস্বতী মন্দিরের পুরোহিত সমাজের ব্যবস্থা করবেন। সেখানে অন্য স্থান থেকে কুশীলবাণ এসে অভিনয় করবেন। বাৎস্যায়ন অভিনয়ের নামকরণ করেছেন 'প্রেক্ষণম্'। ফলে বাৎস্যায়নের তথ্য অনুসারে 'সমাজ'ই হল নাট্যাভিনয়।বৈদিক সাহিত্যের পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রথমে নৃত্যে কেবল তালেরই সংযোগ ছিল। পরে ক্রমে নৃত্যের

সাথে সঙ্গীত, অঙ্গবিক্ষেপ, অনুকরণাভিনয় প্রভৃতি যুক্ত হয়। বেদে 'নট' শব্দ পাওয়া যায় না। 'নৃত্' ধাতুনিষ্পন্ন নর্ত্তকই নৃত্য ও অঙ্গবিক্ষেপের মাধ্যমে অভিনয় করতেন। নর্ত্তক নির্ণয়ে নর্তকের সংজ্ঞায় তাই বলা হয়েছে—

"অঙ্গবিক্ষেপ বৈশিষ্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্। [xiv]
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা।।"

বৈদিক সূত্র সাহিত্যে নাটকের কোন আভাষ পাওয়া না গেলেও পরবর্তী কালের ব্যাকরণ ও অন্যান্য সাহিত্যে নাটকের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। সূত্রকার পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় চরণের পর পর দুটি সূত্রে নটের উল্লেখ রয়েছে। সূত্র দুটির একটি 'নটসূত্র' ও অপরটি 'ভিক্ষুসূত্র'। প্রথম সূত্রটি 'পারাশর্চয শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ' (৪। ৩। ১১০)। পাণিনি নটসূত্রকার শিলালী এবং ভিক্ষুসূত্রকার পারাশর্য এর উল্লেখ করেছেন। তিনি শিলালীকে নটসূত্রের প্রবক্তা বলে উল্লেখ করেছেন। সূত্রকারের দ্বিতীয় সূত্রটি 'কর্মন্দকৃশাশ্বাদিনি' (৪.৩.১১১)। ঋষি প্রবর কৃশাশ্বকেও পাণিনিসূত্রের বক্তা বলে উল্লেখ করেছেন। অষ্টাধ্যায়ীর এই দুই সূত্র থেকে অনুমিত হয় যেপাণিনির সময়কালে (খ্রী.পূ. অষ্টম শতক থেকে খ্রী.পূ. চতুর্থ শতক পর্যন্ত) নাট্যের ব্যাপকতর প্রয়োজনের জন্যই নটসূত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। উল্লেখ্য বৈদিক সাহিত্যে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কোথাও দেখা যায় না। পাণিনি 'নট' শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেছেন– 'নটানাং ধর্ম্ম আম্নায়ো বা নটদিগের ধর্ম বা শিক্ষারীতি। সংস্কৃত ভাষায় 'নট্' ধাতুস্থানে 'নৃত্' ধাতু পাওয়া যায়। নৃৎ ধাতুর অর্থ নৃত্য করা। নৃত্য যেহেতু সঙ্গীত, তাল, লয়, অঙ্গবিক্ষেপ ও বাচিক অভিনয় সম্পন্ন, তাই বৈদিক নৃত্যানুষ্ঠান অভিনয় শব্দের সমার্থক বলেই অনেকে মনে করেন।উল্লেখ্য বেদে 'নট' শব্দ পাওয়া না গেলেও প্রাকৃত ভাষায় 'নট' শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাট্যকলায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় শ্রেণীর ভাষারই যুগপৎ প্রচলন দেখা যায়। উচ্চশিক্ষিত পুরুষ চরিত্রগণ সংস্কৃত ও অপরাপর পুরুষচরিত্র ও নারীগণ প্রাকৃত ভাষার কথাবার্তা বলতেন। খ্রী. পূ. চতুর্থ-তৃতীয় শতকের আচার্য কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে 'কুশীলব' শব্দের উল্লেখ করেছেন।

"কুশীলবাশ্চগন্তবঃ প্রেষণকমেষাং দদ্যুঃ। দ্বিতীহেহনি তেভ্যঃ পুজাং নিয়তং লভেরন্। তদা যথাশ্রদ্ধমেষাং দর্শনমুসর্গো বা ব্যসনোৎসবেষু চৈষাং পরস্পরস্যৈককার্যতা।"[xv]

পাণিনির পর মহাভ্যায্যেও 'নট' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। মহাভাষ্যকার পতগুলি খ্রী.পূ. ১৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' নামক দুটি রূপক ও 'শৌভিক' পদের উল্লেখ করেছেন— 'ইহ তু কথং বর্তমানকালতা কংসং ঘাতয়তি বলিং বন্ধয়তীতি চিরহতে কংসে চিরবদ্ধ চ বলৌ। অত্রাপি যুক্তা। কথম্? যে তাবদেতে শোভনিকা (শৌভিকা) নামেতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি, প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়ন্তীতি' (মহাভাষ্য— ৩। ১। ২৬)। ফলে খ্রী.পূ. অষ্টম শতকের পূর্বেই যে সংস্কৃত নাটক ও নাটকের প্রয়োজনে নটসূত্রের মতো গ্রন্থ রচিত হয়েছিল— তা অনুমান করা যেতেই পারে। আচার্য ভরত পাণিনির পরবর্ত্তী। তিনি 'নট' অর্থে বোঝাতে চেয়েছেন— বাঁরা 'রসভাবযুক্ত লোকবৃত্তান্ত' অভিনয় করেন, তাঁদেরকে—

"নট ইতি ধাত্বর্থভূতং নাটয়তি লোকবৃত্তান্তম্।[xvi]
রসভাবসংযুক্তং যস্মাৎ তস্মাৎ নটো ভবেৎ।।"

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' নামক দুখানি রূপকের উল্লেখ করেছেন। এরমধ্যে অমৃতমন্থন 'সমবকার' ও ত্রিপুরদাহ 'ডিম' শ্রেণীর রূপক। পূর্বরঙ্গসহ বিবিধ নাট্য আঙ্গিক পরিপালনের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে সমবেত দেববৃন্দ, ঋষিগণ সহ মহাদেব শিবশঙ্করের সামনে রূপক দুটির অভিনয় সম্পন্ন হয়-

"ততো হিমবতঃ পৃষ্ঠে নানানগসমাবৃতে।[xvii]
বহুচূতদ্রমাকীর্ণে রম্যকন্দরনির্ঝরে।
পূর্ববঙ্গে কৃতে পূর্বং তত্রায়ং দ্বিজসত্তমাঃ।
তথা ত্রিপুরদাহশ্চ ডিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিতঃ।।"

সংস্কৃত-অভিধানে 'সংগীত' শব্দটির দ্বারা 'গীত-বাদ্য-নৃত্য' এই তিন কলাকেই বুঝিয়ে থাকে। বলা হয়েছে— "গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়: সঙ্গীতমুচ্যতে।" পণ্ডিতগণের মতে সামবেদই সর্বপ্রকার সঙ্গীতের উৎস। আমরা জানি। ঋক্ মন্ত্র

সুরে লীলায়িত করে গান করা হত এবং তাতেই দ্যোতিত হল সামবেদের সার্বিক সার্থকতা। সামবেদকে শিক্ষা এবং প্রাতিশাখ্যে বাক্ ও প্রাণের সমন্বিতমূর্তি বলা হয়েছে। সায়ণাচার্য বলেছেন- "তথা প্রাণনির্বর্ত্য স্বরাদিসমুদায়মাত্রং গীতিঃ সামশব্দেনাভিধীয়তে।"

বস্তুতঃ বিশ্বসঙ্গীতের বীজ নিহিত আছে সামবেদে। বৈদিক ঐতিহ্যে ঋগ্বেদীয় সুসম্বন্ধ ছন্দগুলিতে সুর সংযোগের দ্বারা গান করা হত দেবগণের উদ্দেশ্যে। সামবেদভাষ্য ভূমিকায় সায়ণাচার্য ঋক্‌কে সামগানের কারণ এবং আশ্রয়রূপে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচ: সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। ... গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি।" বৈদিক সপ্তস্বরকে ঋকমন্ত্রাদিতে সংবদ্ধ করে নানাবিধ ছন্দে -বাদ্য সহযোগে সামগানরূপে গীত হত। সামবেদকে ঋগ্বেদ থেকে চয়ন করা হলেও চিত্তাকর্ষক তাল-লয় যোগে গীত হওয়ার কারণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সামবেদের কীর্তন করা হয়েছে-"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।"[xviii] ব্রাহ্মণ, পুরাণ, উপনিষদ্ এবং সংগীতশাস্ত্রে সামবেদের প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে।

সামবেদ সংহিতা দুটি ভাগে বিভক্ত — আর্চিক ও উত্তরার্চিক। ঋক্ ও গানের সংগ্রহকে বলা হয় আর্চিক। এই অংশটি পূর্বার্চিক নামেও প্রসিদ্ধ। এক একটি আর্চিক ছয়টি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রতিটি প্রপাঠকে দশটি করে সূক্ত আছে। এই দশটি সূক্তের সংকলন 'দশতি' নামে প্রসিদ্ধ। এরূপ প্রত্যেক প্রাপাঠকে আছে দশটি করে 'দশতি'। 'দশতি' আবার তিনভাগে বিভক্ত ছন্দঃ, আরণ্যক ও উত্তরা।উত্তরার্চিক নামক দ্বিতীয় খণ্ডে আছে একুশটি অধ্যায় এবং চারশত সাম। প্রতিটি সাথে আছে তিনটি করে ঋক এবং প্রতিটি ঋকে আছে ঋগ্বেদের তিনটি করে পদ। কোন কোন ঋকে আবার তিনের অধিক পদের সন্নিবেশ দেখা যায়। উত্তরার্চিকের মন্ত্রগুলি প্রধান প্রধান যাগের পারম্পর্যানুসারে সাজানো হয়েছে। যেমন— দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষুদ্র। উত্তরার্তিকের আর এক নাম 'গান'। পাদবদ্ধ ঋকমন্ত্রের সুরসহ আবৃত্তিশৈলী হল সামগান। ঋকই সামের উৎপত্তিস্থল। তাই ঋককে সামের 'যোনি' বলা হয়— "ঋক্ সাম্নাং যোনিঃ। আর্চিকের সঙ্গে যুক্ত সামগানের চারটি গ্রন্থ পাওয়া যায় – গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, ঊহগান ও উহ্যগান। গ্রামে যে সকল সামগান গাওয়া হত সেগুলিকে বলা হয় গ্রামগেয় গান। যে সকল গান গ্রামে নিষিদ্ধ, অরণ্যে নিভৃতে গুরুর কাছে শিক্ষা করতে হত সেগুলির নাম অরণ্যগেয় গান। যজ্ঞে সামগানের যে ক্রম অনুসরণ করতে হয় তার নির্দেশ আছে ঊহ এবং উহ্য নামক গ্রন্থ দুটিতে। উহে আছে গ্রামগেয় গানের ক্রম, আর উহ্যে আছে অরণ্যগেয় গানের নির্দেশ। গ্রামগেয় গানকে প্রকৃতিগান বা যোনিগান এবং উহ্যগানকে রহস্যগানও বলা হয়। গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, ঊহ এবং উহ্য— এই চারটি গ্রন্থে যথাক্রমে সতের, ছয়, তেইশ ও ছয়টি প্রপাঠক আছে। এগুলির মধ্যে প্রথম তেরটি প্রপাঠকের মন্ত্র অগ্নিদেবতা বিষয়ক, শেষ এগারটি প্রপাঠকের মন্ত্র সোমদেবতা বিষয়ক এবং অবশিষ্ট প্রপাঠকের মন্ত্রসমূহ ইন্দ্রবিষয়ক।যজ্ঞকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই সামবেদ পৃথকভাবে সঙ্কলিত হয়েছিল। গানের মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যেই সামবেদের মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হত। সামবেদে কেবল দেবস্তুতিমূলক মন্ত্রগুলিই সঙ্কলিত হয়েছে। সামগানগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত — হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধান। সঙ্গীত শাস্ত্রবিদদের মতে বৈদিক হিঙ্কার, প্রস্তাব ও উদ্গীথ অধুনা প্রচলিত গানের স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের সমতুল্য। সামবেদের সপ্তস্বরই পরবর্তীকালে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ নামক সপ্তসুরে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সামগানই ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎস। কেবলমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়, ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের ইতিহাসেও সামবেদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভিন্তারনিৎস-এর মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> "The Samaveda Samhita is not without value for the history of Indian sacrifice and magic, and the ganas attached to it are certainly very important for the history of Indian Music."[xix]

বৈদিকযুগ থেকেই গীত, নৃত্য, বাদ্যের চর্চা শুরু হয়ে তা বিজ্ঞানসম্মতশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। 'কৌষীতকি ব্রাহ্মণে' (২৯/৪/৪) নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে 'শিল্পত্রয়ম্' বলা হয়েছে। বেদে নৃত্য-গীত-বাদ্যকে 'দেবযানবিদ্যা' বলা হত। বৈদিক ঐতিহ্যে এবং উত্তরকালে নৃত্য-গীত ও বাদ্য চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত ছিল। Prof. V. M. Apte তাঁর 'Social and Economic Conditions' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "Music both vocal and instrumental, and dancing continue to be among the amusements of this age (Vedic age)."[xx]

ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' সঙ্গীতের কিঞ্চিৎ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মহর্ষি ভরত 'গান্ধর্ববেদ' নামক একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রাচীনকালের একখানি সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল দত্তিল-বিরচিত 'দত্তিলম্'। বৈদিক যুগেই সামগানের হস্ত ও অঙ্গুলি সঙ্কেত থেকে মুদ্রার প্রচলন হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে, উপাসনায়, মাঙ্গলিক আচরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে, করণ অনুসারে মুদ্রার প্রয়োগ করা হত। অবশ্য উপাসনা-মুদ্রা ও নর্তনমুদ্রার মধ্যে ব্যবহারিক রূপভেদ আছে, কিন্তু মূলে কোনো প্রভেদ নেই। বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও অধ্যাত্মভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে বলে মুদ্রাগুলি সেইযুগেই সাধনার রস ও ভাবের অভিব্যক্তির বাহনরূপে সমাদৃত হয়েছিল। বৈদিক মহাব্রত অনুষ্ঠান নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের প্রয়াগ সঙ্গম রচিত হতো। সুবেশা রমণীগণ যজ্ঞকুণ্ডের চারদিক ঘিরে নৃত্য করতেন। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পুত্রবতী সধবা পুরস্ত্রীগণের নৃত্য। এই যজ্ঞে কৌতুকছলে কলহের ভাণ করে বিভিন্ন পালার অভিনয় হত। উক্ত অনুষ্ঠানে সোম বিক্রয়কে কেন্দ্র করে কলহের অভিনয়ও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। শূদ্র ও আর্যের যুদ্ধকরণের অভিনয় মহাব্রতানুষ্ঠানের আরেকটি জনপ্রিয় অভিনয় ছিল।

বৈদিক সাহিত্যে 'সমাজ' ও 'সমিতি' নামে দুটি শব্দ পাওয়া যায়। শব্দ দুটিই সামাজিক জীবন কেন্দ্রিক। সমাজ ও সমিতিতে গ্রামের কথা, পল্লীর কথা, সমাজের কথা যেমন আলোচিত হত, তেমনি সামাজিক বর্গের চিত্তবিনোদন ও আনন্দদানেরও ব্যবস্থা থাকতো। সেখানে সঙ্গীত, নৃত্য, কথকতা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা থাকতো। সামাজিকগণ বিবিধ গীত, নৃত্য ও সমসাময়িক বিষয়ে তর্কেও যুক্ত হতেন। প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা না থাকলেও তার পরিপূরক আনন্দলাভের বিকল্প ব্যবস্থা ঋগ্বেদীয় সমাজে বর্তমান ছিল।

Reference :

---

[i]. T.D.S, p. ৫১
[ii]. না. শা - ১/১১৪, পৃ. ১৮
[iii]. ঐ – ১/১৭, পৃ. ৪৬
[iv]. T.D.S, p. ৫১
[v]. সঙ্গীত রত্নাকর ২য় খন্ড, পৃ. ৬৪
[vi]. ঋ.বে ১০/৮৫/৪০, পৃ. ১৭৮৪
[vii]. T.D.S, p. ১৪৩
[viii]. ভা.নৃ ,পৃ. ৮
[ix]. ঐ, পৃ. ৯
[x]. ছা. উ - ১/১২/৪, পৃ. ২৯৬
[xi]. কঠ. উ – ১/১/২৬, পৃ. ২
[xii]. ভা. নৃ, পৃ. ১০
[xiii]. T.D.S, p. ১৪৫
[xiv]. T.D.S, p. ১৪৫
[xv]. T.D.S, p. ১৪৬

[xvi]. T.D.S, p. ১৪৬
[xvii]. না.শা -৪/৯-১০, পৃ. ৫৫
[xviii]. শ্রীমৎ. গী - ১০/২২, পৃ. ১১১
[xix]. স. সা. ইতি, পৃ. ১৭
[xx]. স. সা. ইতি, পৃ. ৬৭৬

Bibliography :

মুখোপাধ্যায়, শ্রী দিলীপ, ঋগ্বেদ-সংহিতা দ্বিতীয় খণ্ড, অক্ষয় লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০২০, কোলকাতা।
মুখোপাধ্যায়, শ্রী দিলীপ, কৃষ্ণ যজুর্বেদ-সংহিতা, অক্ষয় লাইব্রেরি, পুনঃ মুদ্রণ জুলাই ২০১৬, কোলকাতা।
ভট্টাচার্য জনেশরঞ্জন, Theatre & Dramaturgy in sanskrit, বি. এন্. পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০, কোলকাতা।
পাল, কাজল, মণ্ডল অভিজিৎ, দাস সুখেন, Theatre and Dramaturgy in sanskrit, নিউ কল্পনা প্রকাশনী, কোলকাতা।
চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী, ভারতের নৃত্যকলা, করুণা প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ জুন ২০১৬, কোলকাতা।
রায়, প্রতাপ চন্দ্র, নাট্যশাস্ত্রম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২১, কোলকাতা।
দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সদেশ, নবম সংস্করণ ১৪১৭, কোলকাতা।
মুখোপাধ্যায়, গোপেন্দু, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯, কোলকাতা।
অবধূত, কালিকানন্দ, উপনিষদ সমগ্র, গিরিজা লাইব্রেরি, আগস্ট ২০১৮, কোলকাতা।
স্বামী, সারস্বতানন্দ, শ্রীমদভগবদগীতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১১, কোলকাতা।